|| নিবেদন ||

প্রতি বছর ভর্তির সময় কিছুলোক মিশনের সদস্য, ভক্ত অথবা পরিচিত বন্ধু হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিয়ে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র ও নিয়মাবলী নির্দিষ্ট মূল্যে কিনে নিয়ে বেশি দামে বাইরে বিক্রি করে। আবার কেউ মিশনে অর্থদান করলে অর্থাৎ ডোনেশান দিলে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে এইরকম মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে অভিভাবকদের কাছ থেকে টাকা গ্রহণ করে থাকে।

আমরা সকল অভিভাবকদের এই কথা জানাতে চাই যে আবেদনপত্র এবং নিয়মাবলীর মূল্য এই পুস্তিকাতেই লেখা আছে এবং ভর্তি পরীক্ষায় পাশ না করলে কেবল মাত্র ডোনেশান দিয়ে কোনো ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয় না। এই জাতীয় প্রস্তাব নিয়ে কেউ যদি অভিভাবকদের কাছে যায়, তাহলে অবিলম্বে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এই নিবেদন এবং পাকা রসিদ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের কাউকে অর্থ দেবেন না।

মিশনের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে প্রায় ১৪০০ জন দুঃস্থ-অনাথ-বোবা-কালা ও অন্ধ ছাত্র-ছাত্রী আছে এবং তাদের আহার, বাসস্থান এবং শিক্ষার জন্য আমরা জনসাধারণের সাহায্যের উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। তাছাড়া বেশি সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করতে হলে ছাত্রাবাস ও বিদ্যালয়গৃহ সম্প্রসারণের জন্য কোনো অভিভাবক যদি আর্থিক সাহায্যদেন-আমরা তা গ্রহণ করে থাকি।

ইতি-

১লা অক্টোবর, ২০২২

স্বামীনিত্যরূপানন্দ
কর্মসচিব

বিবেকানন্দ মঠ বিদ্যার্থী আশ্রমে
২০২৩ শিক্ষাবর্ষের ভর্ত্তির নিয়মাবলী
বারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগণা
নিয়মাবলী

১) রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন বা বিবেকানন্দ মঠ স্বয়ংশাসিত স্বাধীন সংস্থা। আদর্শগত সাদৃশ্য ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণ নামের সঙ্গে যুক্ত অন্য কোনো মঠ, মিশন বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই মিশনের কোনো সম্পর্ক বা যোগাযোগ নেই।

২) স্বামী বিবেকানন্দ ধ্যানের দেবতা চন্ডাল, মুচি, মেথর, দরিদ্র, অনাথ, অজ্ঞ মানুষের সেবার জন্য এই মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ভারত সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও দেশের জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহানুভূতি এবং সাহায্যের ফলে বর্তমানে এই মিশনে প্রায় ১৪০০ দুঃস্থ-অনাথছাত্র-ছাত্রী, মুক-বধির ও দৃষ্টিহীনা কন্যা সম্পূর্ণ বিনাব্যয়ে জীবন-যাপন ও শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করছে। সাধারণ শিক্ষা ও হাতের কাজের মাধ্যমে তাদের সকলকে সুনাগরিক হিসাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়াই এই মিশনের প্রধান উদ্দেশ্য। এইছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কিছু আদিবাসী হরিজন ছাত্রছাত্রীও আছে। নারী ও শিশু-সেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করার জন্য ভারত সরকার সাত বৎসরের ব্যবধানে এই প্রতিষ্ঠানকে তিনবার জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। প্রথমে ১৯৮৪ সালে, ১৯৯২ সালে এবং পুনরায় ২০০৩ সালে। ১৯৯৮ সালে প্রতিবন্ধী মহিলাদের স্বনির্ভর করার কাজে মিশন প্রথম হওয়ায় রাজ্য সরকার পুরস্কারে ভূষিত করেন। ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠানের কর্মসচিব স্বামী নিত্যানন্দ মহারাজকে ভারত সরকার শিশু-সেবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। দারিদ্রতা দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন ২০১২ সালে Jindal Award পেয়েছে।

৩) আশ্রমের ছাত্রাবাসে/ছাত্রীবাসে দুঃস্থ ও অনাথ ছাত্র/ছাত্রীদের সঙ্গে টাকা দিয়ে কিছু সংখ্যক ছাত্র/ছাত্রী এবং একই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। জাতি,

ধর্ম বা বর্ণ নির্বিশেষে যে কোন ছাত্র/ছাত্রীই উপযুক্ত বিবেচিত হলে এবং আশ্রমের ছাত্রবাসে স্থান থাকলে এই সুযোগ লাভ করতে পারে।

বিদ্যার্থী আশ্রমে ছেলে/মেয়েকে ভর্ত্তির জন্য আবেদন করার পূর্বে অভিভাবকগণ নিম্নলিখিত বিষয়সমুহ বিশেষভাবে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেবেন যাতে টাকা পয়সা খরচ করে অনুশোচনা বা অভিযোগ করতে না হয়।

ক) এখানকার খাওয়া থাকার ব্যবস্থা খুবই সাধারণ মানের।

খ) ছেলে/মেয়ে অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য যে ব্যবস্থা আছে তা খুবই সাধারণ।

গ) অভিভাবকের ইচ্ছামত ছেলেদের/মেয়েদের ছুটি দেওয়া হয় না। রবিবার দিন ছুটির জন্য আবেদন গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ছুটি রবিবার দিন দেওয়া হয় না। বিশেষ কোন কারণে ছুটির দরকার হলে অন্ততঃ ৩ দিন আগে দরখাস্ত জমা দিতে হয়।

ঘ) ছেলে/মেয়েকে ছাত্রাবাসে রাখতে না পারলে মিশন কর্তৃপক্ষ তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন এবং এই বিষয়ে কারুর কোন অনুরোধ রক্ষা করেন না। অভিভাবকগণ এই ব্যবস্থা মেনে নিতে না পারলে ভর্তির জন্য আবেদন করবেন না।

ঙ) মিশনের নিজস্ব মাঠ না থাকায় খেলাধূলার ভাল ব্যবস্থা নেই।

চ) ছাত্রাবাসে/ছাত্রীনিবাসে থাকাকালীন প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রী ছাত্রাবাসের/ছাত্রীনিবাসের নির্দিষ্ট নিয়মশৃঙ্খলা পালন করবে, লেখাপড়ায় মনযোগী থাকবে এবং গুরুজন ও কর্মীদের উপদেশ মেনে চলতে বাধ্য থাকবে এই মর্মে অভিভাবককে প্রতিশ্রুতি দেতে হয়। মিশন কর্তৃপক্ষ মুলতঃ গরীব-দুঃস্থ ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য আশ্রম পরিচালনা করে থাকেন। সুতরাং কোন ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য কোন কারণেই এমন কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া যাবে না বা বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা যাবে না যা দুঃস্থ ছাত্র/ছাত্রীকে দেওয়া হয় না। এখানে ভর্ত্তির পূর্বে এই বিষয়টি মেনে চলতে সম্মত থাকলে তবেই ভর্ত্তির জন্য আবেদন করবেন অন্যথায় নয়।

ছ) যে কোন ছুটিতে ছাত্র/ছাত্রীকে বাড়িতে নিয়ে গেলে যদি নির্দিষ্ট দিনে পৌঁছে দিতে না পারেন তবে রিপ্লাই কার্ডে কর্মসচিব, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন,

বারাকপুর, ২৪ পরগণা (উঃ) এই ঠিকানায় কারণ উল্লেখ করে চিঠি লিখে জানাতে হবে। চিঠি উত্তর পেলে সেই মত ব্যবস্থা নিতে হবে। তার পূর্বে ছাত্র/ছাত্রী ছাত্রাবাসে/ছাত্রীনিবাসে আসবে না। বাড়িতেই থাকবে।

জ) ছাত্রাবাসের/ছাত্রীনিবাসের জন্য ওয়ার্ডে যে পড়ানোর ব্যবস্থা আছে তা খুবই সাধারণ।

ঝ) একজন ছাত্র/ছাত্রী অন্য জন ছাত্র/ছাত্রীর পোষাক কোন কারণেই ব্যবহার করতে পারবে না।

ঞ) সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্থ কোন ছাত্র/ছাত্রীকে ছাত্রাবাসে/ছাত্রীনিবাসে রাখা হয় না এবং ছাত্রাবাসে/ছাত্রীনিবাসে থাকাকালীন অসুস্থ হলে বাড়িতে নিয়ে চিকিৎসা করাতে হয়। ছাত্র/ছাত্রীদের চিকিৎসা, ঔষধ পত্রের সমস্ত খরচ অভিভাবককে বহন করতে হয়।

ট) ছাত্রবাসে/ছাত্রীনিবাসে ছাত্র/ছাত্রীদের জিনিসপত্র নিজের দায়িত্বে যত্নে রাখতে হয়।

ঠ) কোন কারণে ছাত্র/ছাত্রী ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাস ত্যাগ করলে তাকে বিদ্যালয় থেকেও Transfer Certificate নিতে হয়। কোন কারণে ছাত্রাবাসে/ছাত্রীনিবাসে ছাত্র/ছাত্রীদের বহিরাগত হিসাবে (Day Scholar) বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ দেওয়া হয় না। আবাসিক হিসাবে ছাত্র/ছাত্রী হওয়ার পর কোন কারণে হস্টেল ছাড়লে তাকে বিদ্যালয়ও ছাড়তে হয়।

ড) ছাত্র/ছাত্রী পিছু ২ জনকে মাত্র ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসে অভিভাবকদের জন্য প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। এর জন্য গেট্-এ হস্টেল সুপারের সই করা আই-কার্ড (পরিচয় পত্র) বাধ্যতামূলকভাবে দেখাতে হয়। **"I-Card ছাড়া গেটে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না"।**

৪) যে সকল ছাত্রদের পড়াশুনার জন্য প্রাইভেট টিউটর দরকার হবে তাদের জন্য কর্তৃপক্ষ শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করবেন কিন্তু তার জন্য যা খরচ লাগবে তা অভিভাবককেই বহন করতে হবে। কোন কারণেই অভিভাবকগণ বাইরের শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করতে পারবেন না।

৫) অসুস্থতা অথবা সম্পাদকের বিশেষ অনুমতি ছাড়া কোন কারণেই কোন ছাত্র/ছাত্রী ছাত্রাবাসে/ছাত্রীনিবাসে অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। অসুস্থতার পরে ছাত্রাবাসে/ছাত্রীনিবাসে প্রথম উপস্থিতির দিনই অভিভাবকের আবেদন পত্রের সঙ্গে ডাক্তারের ফিটনেস সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। একাধিকবার এরূপ হলে সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীকে ছাত্রাবাসে/ছাত্রীনিবাসে রাখা সম্ভব হবে না।

৬) ক) ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা বিষয়ক উন্নতি সুনিশ্চিত করতে অভিভাবকগণ ছাত্রাবাসের/ছাত্রীনিবাসের অত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে (রবিবার) যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন। কোন মতেই মৌখিক আলোচনা করা যাবে না।

খ) কোনরূপ অন্যায় করলে ছাত্র/ছাত্রীকে শাস্তিস্বরূপ বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শাস্তিস্বরূপ যে কয়দিন বাড়িতে পাঠানো হয় তার বেতন হস্টেলের মাসিক বেতন থেকে বাদ যায় না।

গ) ভর্ত্তির পরে ছাত্র/ছাত্রীর কোন জটিল বা সংক্রামক রোগ ধরা পড়লে তাকে ছাত্রাবাসে/ছাত্রীনিবাসে রাখা হয় না।

ক) ছাত্রাবাসে/ছাত্রীনিবাসে ভর্ত্তি ফি, বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি ফি, জানুয়ারী মাসের বেতন ও অন্যান্য চার্জ বাবদ ছাত্রাবাসে/ছাত্রীনিবাসে থাকার জন্য প্রতিমসে স্কুলের খরচ সহ যে টাকা দিতে হবে তার (হোস্টেল চার্জের) বিস্তারিত হস্টেল অফিসে পাওয়া যাবে।

গ্রীষ্ম, পূজা বা অন্যান্য কোন কারণে ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাস বন্ধ থাকলে বা ছাত্র/ছাত্রী ছাত্রাবাসে/ছাত্রীনিবাসে অনুপস্থিত থাকলে মাসিক দেয় টাকা বাস সেসন চার্জ থেকে কিছু বাদ দেওয়া হয় না। সেসন চার্জ বাবদ বছরে একবার ১৫০০/- টাকা দিতে হয়। ছাত্র/ছাত্রীর চিকিৎসার জন্য খরচ এবং ঔষধ পত্রের দাম আলাদা দিতে হয়। সেশন চার্জ ও ভর্ত্তির টাকা Cash বা De-mand Draft – এ দিতে হবে Vivekananda Math – এর নামে pay able at any Nationalized Bank at Barrackpore। বিদ্যালয়ে ভর্ত্তির ফি জানুয়ারী বেতন (এককালীন) আলাদা বিদ্যালয়ে দিতে হবে।

ঘ) ছাত্রাবাসের/ছাত্রীনিবাসের জন্য প্রতিমাসের দেওয়া টাকা ঐ মাসের মধ্যে জমা না দিলে ছাত্র/ছাত্রীকে দৈনিক ৫টাকা করে ফাইন দিতে হবে এবং পর পর ২ মাস হস্টেলের দেওয়া টাকা বাকী থাকলে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং এই ব্যাপারে অভিভাবকগণ একমত কিনা তা ভর্ত্তির ফর্মে নিজ হাতে লিখে দিতে হয়। ছাত্রাবাসের/ছাত্রীনিবাসের দেওয়া টাকা চেকে গ্রহণ করা হয় না।

ঙ) প্রতি নতুন শিক্ষাবর্ষের জন্য সেসন চার্জ (১৫০০/- টাকা) বৎসরের নভেম্বর মাসের ৩০ তারিকের মধ্যে জমা দিতে হয়। এই তারিখের মধ্যে জমা না দিলে বুঝে নেয়া হবে অভিভাবক আগামী শিক্ষাবর্ষে ছাত্র/ছাত্রীকে ছাত্রাবাসে/ছাত্রীনিবাসে রাখবেন না।

চ) ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাসে ভর্ত্তির জন্য টাকা জমা পড়লে তা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৭) ছাত্র/ছাত্রীদের হাতে টাকা পয়সা না দিয়ে অবশ্যই একটি করে মঠের পাশবই ও একটি স্কুল ডাইরী ভর্ত্তির সময় কিনে দিতে হবে। মঠের পাশবইতে তাদের ব্যক্তিগত খরচের টাকা জামা থাকবে। ছাত্র/ছাত্রীগণ প্রয়োজন অনুসারে তত্ত্বাবধায়কের অনুমতি নিয়ে সেখান থেকে টাকা তুলে খরচ করবে।

৮) বৎসরের মাঝখানে যে কোন কারণে হঠাৎ ছাত্র/ছাত্রীকে ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাস থেকে একেবারে বাড়ি নিয়ে গেলে বা মিশন কর্তৃপক্ষ কোন কারণে বাড়ী পাঠালে বাকি মাসগুলির জন্য প্রতিমাসে ১০০০/- টাকা হারে Seat Rent চার্জ জমা দিতে হবে এবং তারপর বিদ্যালয় থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। **কোন ছাত্র/ছাত্রী কোন কারণে হস্টেল ত্যাগ করলে তাকে বিদ্যালয়ও ত্যাগ করতে হবে।**

৯) ছাত্রাবাসে/ছাত্রীনিবাসে আসার সময় ছাত্র/ছাত্রীকে নিম্নলিখিত জিনিষপত্র নিয়ে আসতে হয়ঃ

ক) সতরঞ্চি, তোষক, মাদুর প্রত্যেকটি $২\frac{১}{২}' x ৫'$ প্রথম শ্রেণী, $২\frac{১}{২}' x ৬'$ অন্যান্য শ্রেণীর জন্য।

খ) বালিশ, মশারী, বিছানার চাঁদর, নির্দিষ্ট রঙ – এর বেড কভার ২টি, বালিসের ওয়াড় ২টি এবং ছোট তোয়ালে একটি ও বসার জন্য আসন একটি।

গ) প্যান্ট, জামা, গেঞ্জি, গামছা, ধুতি, পাঞ্জাবী, উত্তরীয় ১টি, তেল, সাবান, টুথপেস্ট, জিবছোলা, একটি ট্রাঙ্ক (28'x14')। ছোট তালা চাবি, থালা, গ্লাস, বাটি, প্লাস্টিকের বালতি, মগ, একটি কভার ফাইল।

ঘ) বিদ্যালয়ের ইউনিফর্ম – ছাত্রের সাদা প্যান্ট, স্কাইব্লু শার্ট (প্রতিটি তিন সেট), সাদা জুতা ও মোজা। প্রথমিক বিভাগের শীতকালীন সোয়েটার লাল রঙের এবং মাধ্যমিক বিভাগের জন্য সোয়েটার নেভিব্লু রঙের। সব কিছুতেই ছাত্র/ছাত্রীর নাম লিখতে হবে। কেবলমাত্র ভর্ত্তির সময় ছাত্র/ছাত্রীদের পোষাক মিশন থেকে কিনলে ভাল হয়। এতে কিছু দুঃস্থ মহিলাকে অর্থনৈতিক ভাবে সাহায্য করা হবে।

ঙ) ছাত্র/ছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য মূল্যবান আসবাবপত্র বা পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি দেওয়া নিষেধ। রেডিও, ঘড়ি, টেপরকর্ডার, মোবাইল ফোন, দেশলাই, ধারালো দ্রব্য, দামী পেন ইত্যাদি দেওয়া নিষেধ। এগুলি থাকলে জমা নিয়ে নেওয়া হয় এবং প্রয়োজনে ছাত্র/ছাত্রীকে বাড়ি পাঠানো হয়।

চ) ছাত্র/ছাত্রী যদি কখনো ছাত্রাবাসের/ছাত্রীনিবাসের নিয়ম লঙ্ঘন করে তবে সেই অপরাধের জন্য কর্মসচিব যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তা অভিভাবকগণকে মেনে নিতে হবে।

ছ) ছাত্র/ছাত্রী যদি কখনো বিনা অনুমতিতে ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাসে পরিত্যাগ করে বাড়ি বা অন্যত্র চলে যায় তবে পুনরায় ছাত্রাবাসে/ছাত্রীনিবাসে রাখার জন্য অনুরোধ করবেন না বা ঐ কারণে তার যদি কোন বিপদ ঘটে তারজন্য কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা চলবে না।

১১) বৎসরের মধ্যে বই এবং খাতাপত্র প্রয়োজন হলে মিশন থেকে কিনে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু তার জন্য মঠ অফিসে ছাত্রের-ছাত্রীর নামে পৃথকভাবে পাস বইতে টাকা জমা রাখতে হবে এবং তার হিসাব রাখা হবে। হিসাব দেখার প্রয়োজন মনে করলে এক সপ্তাহ আগে আবেদন করতে হবে।

১২) গ্রীষ্ম বা পূজার ছুটি ব্যতীত কোন ছাত্রকে-ছাত্রীকে ছুটি নিয়ে বাড়িতে যেতে দেওয়া হবে না। যাঁদের পক্ষে এই নয়ম পালন করা সম্ভব নয় তারা দয়া করে ছাত্রকে/ছাত্রীকে ছাত্রাবাসে/ছাত্রীনিবাসে রাখার দরখাস্ত করবেন না। গ্রীষ্ম এবং পূজার ছুটির সময় আবাসিক ছাত্রদের/ছাত্রীদের বিছানাপত্রের সুরক্ষার দায়িত্ব অভিভাবককেই নিতে হবে। আশ্রম কর্তৃপক্ষ কোন কারণেই ছুটির সময় হারানো জিনিষপত্রের দায়িত্ব নিতে পারবে না।

১৩) ছাত্র/ছাত্রীর সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ কেবলমাত্র পোস্টকার্ডে করতে হবে। অন্তর্দেশিয় পত্র বা খামের মধ্যে চিঠি দিলে তা তত্ত্বাবধায়ক খুলে দেখে ছাত্রের/ছাত্রীর হাতে দেবেন। ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাস সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠিপত্র তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে করতে হবে।

১৪) ছাত্রদের/ছাত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময়সূচী: –
সাক্ষাৎ করার জন্য পিতা-মাতা বা অভিভাবকের পরিচয়পত্র (Identity Card) লাগবে। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত একমাত্র রবিবার অপরাহ্ন ৩টা থেকে ৫টা। অন্য কোন সময় সাক্ষাৎ করা নিয়ম বিরূদ্ধ। অন্য কোন দিন বা অন্য কোন সময় সাক্ষাৎ করলে ছাত্র/ছাত্রীকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ছাত্র/ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা করার সময় তাদের হাতে শুকনো দুধ, ফল এবং বিস্কুট ছাড়া অন্য কোন খাদ্য দিতে পারবেন না। রান্না করা খাদ্য দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ।

১৫) কোন কারণেই অভিভাবকগণ ছাত্র/ছাত্রীদের হাতে পয়সা দিতে পারবেন না এবং ছাত্রাবাসের/ছাত্রীনিবাসের ভিতর যেতে পারবেন না। ছাত্র/ছাত্রীদের হাতে পয়সা দিতে তাকে ছাত্রাবাসে/ছাত্রীনিবাসে রাখা হবে না।

১৬) ছাত্রাবাসে/ছাত্রীনিবাসের অফিস শুক্রবার বন্ধ থাকে। শুক্রবার কোনরূপ টাকা জমা নেওয়া হয় না।

১৭) ছাত্রাবাসে/ছাত্রীনিবাসে থাকাকালীন প্রতি ছাত্র (ধুতি, পাঞ্জাবী ও উত্তরীয়) এবং ছাত্রীকে (লাল পাড়ের শাড়ী, লাল ব্লাউজ) প্রার্থনার ইউনিফর্ম পরে প্রার্থনায় যোগদান, নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম, ঘর বারান্দা খাবার ঘর, বাথরুম, ড্রেন, পায়খানা ইত্যাদি পরিস্কার এবং তার নিজের জামা কাপড় ও

থালা গ্লাস পরিস্কার করতে হবে। ছাত্রাবাসে লুঙ্গি ব্যবহার করা একেবারে নিষিদ্ধ। আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের পোষাকে লাল কালার এবং লাল বর্ডার অবশ্যই দিতে হবে।

১৮) ছাত্রাবাসের/ছাত্রীনিবাসের সমুদয় নিয়মাবলীর যে কোন সময় পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধন হতে পারে। ছাত্র/ছাত্রীর অভিভবকগণ তা মেনে চলতে সম্মত থাকলেই ভর্ত্তির জন্য আবেদন করবেন, অন্যথায় নয়।

১৯) ছাত্র/ছাত্রীদের থাকা, খাওয়া ও পড়াশুনার ব্যাপারে মিশন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। এই সব ব্যাপারে অভিভাবকের কোন অনুরোধই রক্ষা করা সম্ভব হবে না। ছাত্র/ছাত্রীদের দুবেলা প্রার্থনায় যাওয়া এবং বিভিন্ন উৎসবে অনুষ্ঠানে যোগদান করা বাধ্যতামূলক। অন্যথা হলে সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীকে ছাত্রাবাসে/ছাত্রীনিবাসে থাকতে দেওয়া হয় না।

২০) আবাসিক ছাত্র/ছাত্রীদের প্রাত্যহিক কার্যাবলীঃ

ভোর ৫টা ৩০মিঃ – ঘুম থেকে ওঠা

ভোর ৬টায় – প্রার্থনা

সকাল ৬টা ৩০ মিঃ – টিফিন

৬টা ৪৫মিঃ – প্রাতঃবিভাগের ছাত্র/ছাত্রীদের স্কুলে যাওয়া

৭টা থেকে ৯টা – দিবা বিভাগের ছাত্র/ছাত্রীদের পড়াশুনা (Ward)

৯টা ৫মিঃ থেকে ৯টা ২৫মিঃ – সাফাই

৯টা ৪৫মিঃ – খাওয়া (দিবাবিভাগ)

১০টা ৩০ মিঃ – দিবাবিভাগের ছাত্র/ছাত্রীদের স্কুলে যাওয়া ও প্রাতঃ বিভাগের ছাত্র/ছাত্রীদের বিদ্যালয় ছুটি।

১১টা – প্রাতঃবিভাগের ছাত্র/ছাত্রীদের স্নান।

১১টা ৩০ মিঃ – খাওয়া (প্রাতঃবিভাগ)

দুপুর ১২টা থেকে ১টা ৪৫মিঃ – বিশ্রাম। (প্রাতঃবিভাগ)

২টা থেকে ৪টা ১৫মিঃ – প্রাতঃবিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা।

সকল ছাত্র/ছাত্রীদের জন্যঃ

বিকাল – ৪টা ১৫মিঃ – টিফিন

৪টা ৩০ মিঃ থেকে ৫টা ৪৫ মিঃ – খেলাধূলা ও শারীরিক ব্যায়াম।

সন্ধ্যা – ৬টা প্রার্থনা

৭টা থেকে ৯টা – ওয়ার্ড

৯টা ৫মিঃ – খাওয়া

১০টা ৩০মিঃ – লাইট অফ।

ঋতু অনুযায়ী এই সময়সূচীর সামান্য পরিবর্তন হয়। প্রতি রবিবার সকাল ৯টায় ছাত্র/ছাত্রীদের ধর্মসভায় যোগদান বাধ্যতামূলক।

২১) ২০২৩ সালে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তির বিষয়ে জ্ঞাতব্য বিষয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তির নিয়মাবলীর মধ্যে লেখা আছে।

ক) আবেদনপত্রে বাবা ও মা উওভয়ের স্বাক্ষর থাকবে এবং অভিভাবককে নিজ হাতে ফর্ম পূরণ করতে হবে, অন্যথায় ফর্ম জমা নেওয়া হবে না। আবেদনপত্রে লিখিত কোন বিষয় মিথ্যা প্রমাণিত হলে ভর্ত্তি বাতিল হয়ে যাবে। আবাসিক ছাত্র/ছাত্রীদের ভর্ত্তির পূর্বে পিতা-মাতা নির্দিষ্ট দিনে দেখা না করলে ছাত্র/ছাত্রীর তালিকায় নাম থাকলেও হোস্টেলে ছাত্র/ছাত্রী ভর্ত্তি করা হয় না। যদিও বিদ্যালয়ে তারা বহিরাগত হয়ে পড়তে পারবে।

খ) রবিবার ছাত্রাবাসে/ছাত্রীনিবাসে ছাত্র/ছাত্রীদের দেয় টাকা গ্রহণ হরা হয় দুপুর ৩টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। শুক্রবার ছাত্রাবসের/ছাত্রীনিবাসের অফিস বন্ধ থাকে।

গ) ছাত্রাবাসের/ছাত্রীনিবাসের জন্য যারা নির্বাচিত হবে তারা প্রথমে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তির জন্য দেয় টাকা দিয়ে ভর্তি হয়ে সেই টাকার রসিদ বিবেকানন্দ মঠের অফিসে দেখালে, ছাত্রাবাসে/ছাত্রীনিবাসে ভর্ত্তির জন্য দেওয়া হবে এবং টাকা জমা নেওয়া হবে।

ঘ) ছাত্রাবাসের/ছাত্রীনিবাসের ভর্ত্তির জন্য টাকা জমা দেবার তারিখ ভর্ত্তির তালিকা প্রকাশের সময় জানানো হবে।

ঙ) ছাত্রাবাসে/ছাত্রীনিবাসে আসার তারিখঃ – ৩রা জানুয়ারী, ২০২৩ মঙ্গলবার।

চ) নতুন বৎসরের বিদ্যালয়ে কাজ আরম্ভ হবার তারিখঃ– ৪ঠা জানুয়ারী, ২০২৩, বুধবার।

২২) যে সকল অভিভাবক ছাত্রাবাসে/ছাত্রীনিবাসে তাদের ছেলেকে/মেয়েকে রাখতে চান, দয়া করে সকল নিয়ম ভাল করে পাঠ করবেন। অভিভাবকগণ এই নিয়মাবলী ভালভাবে পাঠ করেছেন কিনা এবং সকল অসুবিধার কথা বিশেষভাবে অবগত হয়ে ছাত্র/ছাত্রী ভর্ত্তি করছেন কিনা তা নিজ হাতে ফর্মের অঙ্গিকার পত্রে লিখে দেবেন। সমাজের দুঃস্থ, অবহেলিত এবং অনগ্রসর ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য এই মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। টাকা-পয়সা দিয়ে থাকলেও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় থাকা, খাওয়া বা শিক্ষার মান খুব উঁচু নয়, বেশী টাকা দিয়ে বেশী সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় না। আবাসিক ছাত্র/ছাত্রীদের দুঃস্থ এবং অনাথ ছেলেদের/মেয়েদের সঙ্গে একই ঘরে থাকতে খেতে হয়। এখানে কোন জাতি ভেদ নেই। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রদর্শিত ও প্রচারিত ধর্ম সকলকে আবশ্যিক হিসাবে মেনে চলতে হয়। এই জন্য ভর্ত্তির পরে কিছু কিছু ছাত্রের/ছাত্রীর কষ্ট বা অসুবিধা হয়, তাই ছাত্র/ছাত্রীর ভর্ত্তির পূর্বে অভিভাবকগণ এই বিষয়ে বিশেষভাবে খোঁজ খবর নেবেন এবং ভালভাবে চিন্তা ভাবনা করে ছেলে/মেয়ের ভর্ত্তির জন্য আবেদন করবেন। ভর্ত্তির পরে কোন কারণে ছেলে/মেয়ের কোন অসুবিধা হলে ছাত্রাবাসের/ছাত্রীনিবাসের টাকা সময়মত দিতে না পারলে অভিভাবক ছাত্র/ছাত্রীকে ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাস থেকে বাড়ি নিয়ে যাবেন বা মিশন কর্তৃপক্ষ ছাত্র/ছাত্রীকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু কোন কারণেই কেউ কাউকে কোন রকম অনুযোগ বা অভিযোগ জানাবে না এবং কোন অবস্থাতেই মিশন কর্তৃপক্ষ কারুর কাছে কোন কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকবে না। কোন কারণেই ছাত্রাবাসের/ছাত্রীনিবাসের মধ্যে অভিভাবকগণ নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে পারবেন না। কোন সমস্যা হলে তা হস্টেল সুপারকে জানাবেন এবং তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। ছাত্র/ছাত্রীর ভর্ত্তির পর ভবিষ্যতে যাতে কোন রকম ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি না হয় সেজন্যই অভিভাবকগণের অবগতির জন্য এই সকল কথা লেখা হল। ত্রুটি থাকলে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

২৩) দশম শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রীদের টেস্ট পরীক্ষার পরে হস্টেলে রাখা হয় না। বাড়ি নিয়ে যেতে হয়। পরে পরীক্ষার সময় ছাত্রাবাসে/ছাত্রীনিবাসে এসে থাকে। দশম শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রীদের ডিসেম্বর পর্যন্ত হস্টেল চার্জ দিতে হয়।

২৪) ছাত্র/ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের পোষাক, বাক্স – বিছানা মিশন থেকে কিনতে অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে কিছু দুঃস্থ মহিলাকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করা যায়। এ ব্যাপারে আপনি সহযোগিতা করুন – এই আবেদন। যোগাযোগঃ ৭৮ মিডল রোড, বারাকপুর।

২৫) ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাস সুষ্টভাবে পরিচালনার জন্য ভবিষ্যতে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মিশন কর্তৃপক্ষ যে নতুন নিয়ম করবেন তা অভিভাবকদের মেনে চলতে হবে। এ বিষয়ে যাতে ভুল বোঝাবুঝি না হয় তাই আগাম জানিয়ে দেওয়া হল।

০১/১০/২০২২

স্বামী নিত্যরূপানন্দ
কর্মসচিব